অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ: মনের ভাব-প্রকাশক সবচেয়ে প্রাথমিক ভাষিক রূপ হলো ধ্বনিসমষ্টি নিয়ে গঠিত অর্থবোধক শব্দ। এক বা একাধিক বর্ণ বা অক্ষর যুক্ত হয়ে শব্দের জন্ম। সাধারণত অভিধানে একটি ভাষার সব ধরনের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শব্দ স্থান পায়। একটি ভাষায় প্রাপ্ত সব ধরনের শব্দ নিয়ে ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা সম্পন্ন হয় অভিধানতত্ত্বে (Lexicology), আর শব্দের এই ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলো যখন নির্দিষ্ট ভাষা বা বিষয়কেন্দ্রিক পরিসরে উপস্থাপন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অভিধানচর্চার (Lexicography) ক্ষেত্র। ভাষার শব্দভাণ্ডারে সকল শব্দের রূপ এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিন্যাস অভিধানতত্ত্বের (Lexicology) আলোচনার বিষয়। বেজান ও আসান্দেইয়ের মতে, "Lexicology is the part of linguistics dealing with the vocabulary of a language and the properties of words as the main units of language" (1981; p. 110)। অর্থাৎ অভিধানতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের একটি অংশ এবং ভাষার শব্দভাণ্ডার, যা ভাষার প্রধান একক হিসেবে শব্দের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে থাকে। অভিধানতত্ত্ব একটি ভাষার সমগ্র শব্দের গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে। আলোচ্য প্রবন্ধে অভিধানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দরূপ বিশ্লেষণের স্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল শব্দগুচ্ছ: অভিধানতত্ত্ব, শব্দভাণ্ডার, শব্দ, অভিধানগত শব্দের অর্থ বিন্যাস, ভাষাবিজ্ঞান।

ভূমিকা

মনের ভাব প্রকাশে মানুষ যে ভাষিক ক্রিয়া উপস্থাপন করে, তা প্রধানত কিছু অর্থপূর্ণ শব্দের সামষ্টিক বহিঃপ্রকাশ। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের এর মতে, শব্দ হচ্ছে 'minimal free form', অর্থাৎ গঠনগত ভাবে ক্ষুদ্রতম, স্বাধীন প্রকাশক (1933, p. 178)। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মৌখিক ভাষা প্রকাশে কোনো একটি বিষয় উপস্থাপনে একটি ধ্বনির উচ্চারণ অনেক সময়ে অর্থবহ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ সব থেকে ক্ষুদ্রতম এবং অর্থপূর্ণ ভাষিক উপস্থাপনাই শব্দ (Haspelmath, 2011)। অভিধানতত্ত্ব

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা করে, শব্দের রূপ, প্রকৃতি এবং অর্থ ব্যবহারের ভিত্তিতে ভাষার শব্দগুলোর শব্দভাণ্ডারে (vocabulary) স্থান প্রাপ্তি নিয়ে (Mc Arthur, 1992)। বিভিন্ন জনপ্রিয় অভিধানগুলোতে অভিধানতত্ত্বের ধারণাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "the study of the form, meaning and behavior of words", (The New Oxford Dictionary of English, 2005), "… a branch of linguistics concerned with the signification and application of words", (Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 2003), "… the branch of linguistics that deals with the lexical component of language" (American Heritage College Dictionary, 2002) (Punga, 2007)। অর্থাৎ অভিধানতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেখানে একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত শব্দের গঠন, অর্থ এবং রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গবেষণার পদ্ধতি

ভাষাবিজ্ঞানের রূপতত্ত্বের আলোচনায় শব্দের গঠন, সাংগঠনিক রূপ, বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের দেশের গবেষকগণের প্রচুর কাজ রয়েছে। ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে অভিধানতত্ত্বে অন্তর্গত শব্দরূপের বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ অপ্রতুল। তাই আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে অভিধানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের গঠন বিশ্লেষণের একটি প্রাথমিক পরিচয় প্রকাশের প্রয়াস। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে এই প্রবন্ধে গ্রন্থ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী ইংরেজি গবেষণা থেকে তথ্য নিয়ে বাংলা অভিধানে অন্তর্গত শব্দরূপ যাচাইয়ের মাধ্যমে গুণগত পদ্ধতি প্রয়োগে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

অভিধানতত্ত্বের আলোকে শব্দ এবং শব্দগঠন ধারণা

অভিধানতত্ত্বে একটি সমাজে অন্তর্গত মানুষের ভাষিকবোধ এবং ব্যবহার্য সকল শব্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের শব্দভাণ্ডারে সম্ভাব্য সকল ব্যবহারিক শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্যগত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিধানতত্ত্ব হলো বিষয়বস্তু নির্ভর শব্দ (content words) বা আভিধানিক শব্দকোষকেন্দ্রিক উপাদান (lexical items) নিয়ে আলোচনা। একটি ভাষার শব্দভাণ্ডার (vocabulary)–কে অভিধানতত্ত্বের ভাষায় শব্দার্থকোষ (lexicon) বলা হয়। অর্থাৎ এতে একটি ভাষার সকল শব্দের পরিপূর্ণ একটি পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের গঠনের ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থ (lexical meaning),

ব্যাকরণিক অর্থ (grammatical meaning), বাক্যিক অর্থ (syntactic meaning), সামাজিক অর্থ (social meaning)–এর বৈচিত্র্য নির্ভর করে। অভিধানতত্ত্বের আলোকে ভাষায় শব্দের বিভিন্ন উপাদানের প্রাথমিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলো :

১. অভিধানতত্ত্বে শব্দের অর্থের বিন্যাস

ভাষার শব্দভাণ্ডারে যে শব্দগুলো স্থান পায়, অভিধানতত্ত্বের আলোকে অর্থের ভিত্তিতে শব্দ প্রকাশে সেক্ষেত্রে সাধারণত দৃশ্যমান দুই ধরনের অর্থ দেখতে পাওয়া যায়:

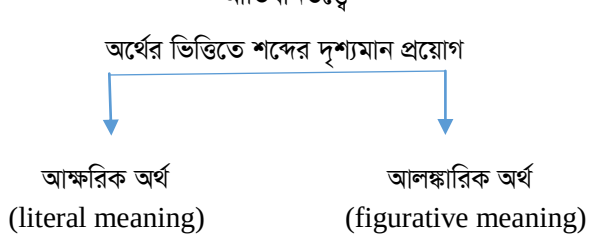

ছক: ১.১ আভিধানতত্ত্বে অর্থের ভিত্তিতে শব্দের দৃশ্যমান প্রয়োগ

আক্ষরিক অর্থ অর্থাৎ যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে বলা হয়, যেমন- 'আকাশের চাঁদ'। এখানে আকাশে প্রতিদিন যে চাঁদ দেখা যায়, তাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর আলঙ্কারিক অর্থ হলো যেই শব্দের ব্যক্ত উপাদানের পিছনে একটি মূল উপাদান থাকে। উদাহরণসহ বলা যায়, 'আকাশের চাঁদ' শব্দগুলো রূপক অর্থে সৌন্দর্যকে ইঙ্গিত করছে। হ্যালিডে এবং ইয়লোপের (2007) মতে, অভিধানগত শব্দের অর্থের বিন্যাস বা লেক্সিক্যাল ট্যাক্সোনোমির (lexical taxonomy) কাজ হলো শব্দ এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থগত শ্রেণিবিন্যাস করা। এখানে শব্দের গঠন নয়, অর্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এটি শব্দের ব্যাকরণিক নয়, বরং অর্থগত শ্রেণিবিন্যাস। ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যার, অর্থ অন্যান্য শব্দের অর্থের সাথে সম্পর্কিত। সেই প্রধান শব্দগুলোকে চিহ্নিত করা যায় হাইপারনিম (Hypernym) এবং সম্পর্কিত শব্দগুলোকে চিহ্নিত করা যায় হাইপোনিম (Hyponym) হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ফল' শব্দটি হাইপারনিম এবং আম, জাম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি হাইপোনিম। আরেক ধরনের অর্থগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা মেরোনিমি (meronymy) নামে পরিচিত, যা প্রধান শব্দ বা সম্পর্কিত শব্দগুলোর একটি অংশ নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে ফলের বীজ, ছাল, আঁটি,কোয়া প্রভৃতি (Halliday & Yallop, 2007; p.1-15)। হ্যালিডে এবং

ইয়লোপ (2007) — উপস্থাপিত শব্দের অভিধানগত শব্দের বিন্যাস বা লেক্সিক্যাল ট্যাক্সোনোমির আলোকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ফল জাতীয় শব্দের বিশ্লেষণ করা হলো–

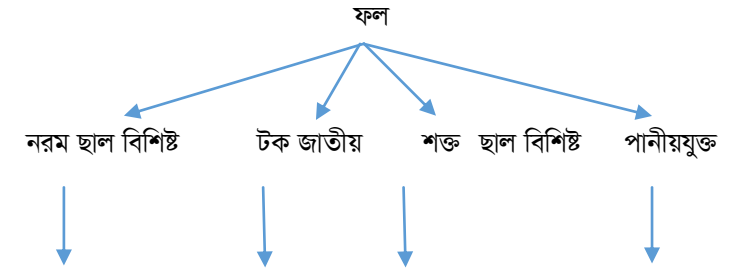

ছক: ১.২ ফল শব্দের একটি আংশিক বিন্যাস

এছাড়াও অভিধানতত্ত্বের আলোকে শব্দের অর্থভেদে আরও কিছু বিভক্তি দেখতে পাওয়া যায়। ভাষায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেখানে শব্দের বানান এবং উচ্চারণ একই থাকে, অর্থের ভিন্নতা দেখা যায়, 'সন্দেশ' এক ধরনের মিষ্টি; 'সন্দেশ' একটি জনপ্রিয় সংবাদ পত্রিকা; 'চিকা' এক ধরনের ইঁদুর জাতীয় ছোট প্রাণী, 'চিকা' দেয়াল লিখন প্রভৃতি। এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দকে বলে ভিন্নার্থক শব্দ বা হমোনোমি (Homonymy)। আবার কিছু শব্দ আছে, যা গঠনগতভাবে ভিন্ন কিন্তু অর্থগতভাবে এক 'দক্ষ' শব্দের ধারণা প্রভাবিত শব্দ 'পারদর্শী, ওস্তাদ, নিপুণ' ইত্যাদি। এই রূপকে বলা হয়। সমার্থক শব্দ বা সিনোনেমি (Synonymy)। অর্থাৎ অভিধানতত্ত্বে শব্দের অর্থগত বিচারে প্রধান যে বিভাজনগুলো প্রাধান্য পায়, সেগুলো হলো:

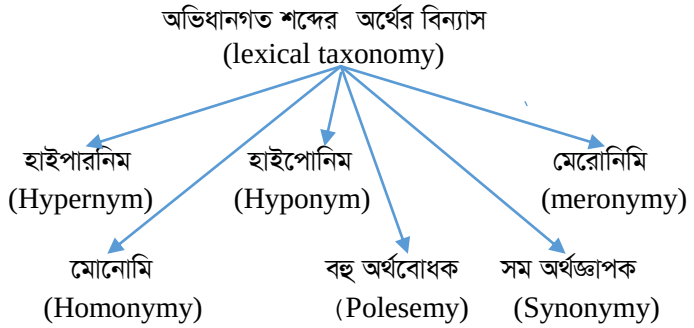

ছক: ১.৩ অভিধানতত্ত্বে শব্দের অর্থতাত্ত্বিক রূপ

২. অভিধানতত্ত্বে শব্দগঠন (Word formation) প্রক্রিয়া: অভিধানতত্ত্বের আলোকে শব্দগঠনের প্রাথমিক এবং মূল ভাষা সংগঠন প্রক্রিয়া হিসেবে বেশ কয়েকটি ভাষিক প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় :

২.১ মুক্ত এবং বদ্ধ রূপমূলের (free and bound morpheme) ধারণা

ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপতত্ত্ব (Morphology) শব্দ, শব্দের গঠন, রূপ, ব্যবহার, শব্দের একে অপরের সাথে সম্পর্ক, শব্দের প্রকার, ব্যুৎপত্তি, প্রত্যয়, রূপান্তর, অভিধানীকরণ, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রভৃতি অর্থাৎ শব্দ সম্পর্কিত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে (Anderson, 2016)। কাতাম্বা বলেছেন, "the smallest unit that has meaning or serves a grammatical function in a language. Morphemes are the atoms with which words are built" (Katamba 2005: 29)। অর্থাৎ অর্থ রয়েছে এমন ভাষিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকরণিক কাঠামোগত উপাদান নিয়ে আলোচনা করে রূপতত্ত্ব। শব্দের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একককে রূপমূল (morpheme) বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'অনুসন্ধান', 'অপলক' শব্দগুলোতে সাধারণ দৃষ্টিতে দুটি রূপমূলের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ দুটি রূপমূলেরই নিজস্ব ভাষিক কাঠামোগত অর্থ রয়েছে। 'সন্ধান' শব্দের প্রথমে 'অনু' বা 'পলক' শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত করে শব্দের অর্থের বদল ঘটেছে।

অভিধানতত্ত্বের শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় রূপমূলগুলো একক অর্থোগ্রাফিক অক্ষর হয়েও শব্দের অর্থ বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। যেমন 'ছেলেরা' শব্দে 'রা' রূপমূল যুক্ত হয়ে একবচন শব্দ 'ছেলে'কে বহুবচনবাচক শব্দে রূপান্তর করেছে। উল্লিখিত উদাহরণ থেকে একটি ধারণা স্পষ্ট হয় যে, দুই ধরনের রূপমূলের সংগঠনে শব্দ গঠিত হতে পারে। একধরনের রূপমূল স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশক, যা মুক্ত রূপমূল (free morphem) যথা - 'ছেলে' এবং আরেক ধরনের রূপমূল স্বাধীন রূপমুলের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে, তাকে বদ্ধ রূপমূল (bound morphem), যথা– 'রা', হিসেবে অভিহিত করা যায় (Carter, 2012; p. 24)। রূপমূলের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপকে সহরূপমূল (allomorphs) বলা হয় (Prasad, 2019)। অনেকসময় রূপমূলগুলো দৃশ্যমানভাবে এক হলেও বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে অর্থের ভিন্নতাও প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'গুলো', 'গুলি' ব্যবহারে বইগুলো, বইগুলি, মাছগুলো, মাছগুলি শব্দে বহুবচন অর্থে বই (বস্তুবাচক), মাছ (প্রাণিবাচক) শব্দের এক বচনের

রূপকে বোঝাচ্ছে। শব্দের এ জাতীয় রূপকে সহরূপমূল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় (Carter, 2012; p. 25)।

২.২ মূল শব্দের (root) ধারণা

মূলশব্দ হলো এমন ধরনের ভাষিক উপাদান, যা নিজে স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে। আবার প্রয়োজনে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ হিসেবে ও উপস্থাপিত হতে পারে। এ বিষয়ে তাতারু বলেন, "the whole series of words and word-substitutes obtained from one root by all possible word-forming mechanisms" (Tătaru 2002; p. 38)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'অংশ' একটি মূল শব্দ। এ শব্দটি থেকে অংশাংশ, অংশাংশি, অংশিত, অংশী, অংশু প্রভৃতি নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে।

২.৩ শব্দ গঠনে প্রত্যয়/এফিক্স (Affix)

মুক্ত রূপগুলোর সাথে যে বদ্ধ রূপমূলগুলো যুক্ত হয়ে শব্দের বৈচিত্র্য সাধন করে, তাকে প্রত্যয় (Affix) বলা হয়। মূল শব্দের কোন স্থানে প্রত্যয়টি যুক্ত হবে, তা নির্ভর করে কোন ধরনের শব্দ একজন ভাষী উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন, তার ভিত্তিতে। বদ্ধ রূপমূলগুলো যদি মূল শব্দের আগে বসে, তবে তাকে বলা হয় আদি প্রত্যয়/প্রিফিক্স (prfixes), মূল শব্দের পরে যুক্ত হলে তাকে অন্ত প্রত্যয়/সাফিক্স (suffixes) এবং মাঝে বসলে তা মধ্য প্রত্যয়/ইনফিক্স (infixes) নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যয়গুলো সাধিত/ডিরাইভেশনাল (derivational) এবং সম্প্রসারিত/ ইনফ্লেক্সনাল (inflectional) দু ধরনের হতে পারে, যেগুলো নতুন নতুন শব্দ তৈরিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'অবদমন' শব্দের আগে 'অব' যুক্ত হয়ে মূল শব্দের অর্থ বদলে দিয়েছে। এ ভাষিক পরিস্থিতিকে রিলেশনাল মার্কারস "relational markers" হিসেবে অভিহিত করা যায়। সম্প্রসারিত/ইনফ্লেক্সনাল প্রত্যয়গুলোকে ভাষায় ব্যবহারের রূপ অনুযায়ী চিহ্নিত করা যায় এবং তারা একই ধরনের মূল শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে অর্থাৎ একটি সম্প্রসারিত বলয়/ইনফ্লেক্সনাল প্যারাডাইম (inflectional paradigm) তৈরি করে। সাধারণত সম্প্রসারিত প্রত্যয়গুলো বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং বিশেষণবাচক মূল শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে এ জাতীয় ভাষিক পরিস্থিতি তৈরি করে (Jackson & Amvela, 2007; p: 84)।

একটি ট্যাবুলার ফর্মে (Punga, 2007) সম্প্রসারিত প্রত্যয় বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং বিশেষণ উপস্থাপন করা হলো:

মূল শব্দ	মূল + বহুবচন	মূল + সম্বন্ধ বাচক	মূল + বহুবচন + সম্বন্ধ বাচক
ছেলে	ছেলেরা	ছেলের	ছেলেদের

ছক : ২.১ বিশেষ্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি

মূল শব্দ	মূল + দু'বিষয়ে তুলনা	মূল + চূড়ান্ত তুলনা
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম

ছক : ২.২ বিশেষণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি

মূলশব্দ	মূল+নিত্যবৃত্ত বর্তমান	মূল+অতীত	মূল+পুরাঘটিত অতীত	মূল+ঘতমান বর্তমান
খাওয়া	খায়	খেয়েছে	খেয়েছিল	খাচ্ছিল

ছক : ২.৩ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি

সর্বনাম এবং বিশেষ্যের সাথে একই প্যারাডাইমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (Jackson & Amvela, 2007)।

শিশু	শিশুরা	শিশুর	শিশুদের
আমি	আমরা	আমার	আমাদের
তুই	তোরা		তোদের
তুমি	তোমরা		তোমাদের
আপনি	আপনারা		আপনাদের
সে	তারা		তাদের
তিনি	তাঁরা		তাঁদের

ছক : ২.৪ সর্বনামের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি

মূলশব্দ	মূল + তুলনা	মূল + চূড়ান্ত তুলনা
দ্রুত	দ্রুততর	দ্রুততম

ছক : ২.৫ বিশেষণের বিশেষণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি

২.৪ কাণ্ড (Stem)-এর ধারণা

শব্দ থেকে প্রত্যয় সরিয়ে নিয়ে শব্দের যে রূপটি থাকে, তাকে কাণ্ড বা স্টিম বলে। নতুন শব্দ সৃষ্টিতে প্রত্যয়ের প্রয়োজন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, 'অপরিচ্ছন্নতা' শব্দটিতে 'পরিছন্ন' মূল শব্দ এবং 'অ -' ও '-তা' প্রত্যয় এবং 'পরিছন্ন' এখানে কাণ্ড হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এই কাণ্ড উপাদানটিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, 'উচ্চ' শব্দটি থেকে 'উচ্চতম' এটিকে সরল কাণ্ড/স্টিম (simple stem) বলা হয়। যৌগিক শব্দের সাথে ব্যবহৃত কাণ্ডকে বলা হয় সাধিত/ডিরাইভড কাণ্ড (derived stem) (Punga, 2007: p.43), যেমন- মূল শব্দ 'বিশাল' থেকে তৈরি হয়েছে 'বিশালাক্ষ' এবং এ শব্দটি থেকে 'বিশালাক্ষী' অথবা 'শৃঙ্খল' শব্দ থেকে 'বিশৃঙ্খল' এবং এ শব্দ থেকে 'বিশৃঙ্খলা' শব্দের উপস্থাপন। জ্যাকসন এবং আমেলিভার মতে (2007) নিয়মিত (regular) এবং অনিয়মিত (irregular) এই দুই ধরেনের সম্প্রসারণ বা ইনফ্লেক্সনের ব্যবহার ভাষায় দেখা যায়। সাধারণত বাংলা ভাষায় একটি সাধারণ ক্রিয়াকে একবচন থেকে বহুবচনে (singular to plural) রূপান্তর করতে 'রা', 'গুলো', 'এরা', যথা– 'মেয়েরা', 'মেয়েগুলো' বা অতীত এবং পুরাঘটিত অতীতের (past and past participle of regular verbs) ক্ষেত্রে করছিল (করা + অতীত রূপ), 'খেয়েছিল' (খাওয়া + অতীত রূপ) প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। এ জাতীয় ভাষিক রূপ নিয়মিত সম্প্রসারণের অন্তর্গত। অনিয়মিত সম্প্রসারণ সাধারণত অল্পসংখ্যক ভাষিক উপাদান হিসেবে যুক্ত হয় (Punga, 2007: p.42)। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় শব্দের তেমন ব্যবহার নেই। ইংরেজি 'child'থেকে 'children' এ জাতীয় শব্দ। শব্দে একবচন বোধক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন গঠন করা যায়। যেমন- 'বাজারে লোক জমেছে' বাক্যটিতে অনেক লোক জমেছে এই ধারণা তৈরি হয়। আবার 'বাগানে ফুল ফুটেছে' বাক্যে অনেক ফুল ফুটেছে বোঝানো হয়েছে। আবার বিশেষ্য পদ বা বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- 'কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, ছোট ছোট ফুল' প্রভৃতি। আবার বাংলা ভাষায় এমন কিছু একবচনবোধক বিশেষ্য শব্দ, যথা– 'অনেক, বহু, বিস্তর, অজস্র' প্রভৃতি রয়েছে, যেগুলো বহুত্বের ধারণা প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'বিস্তর টাকা, নানা মত, অঢেল সম্পত্তি' ইত্যাদি।

২.৫ অভিধানতত্ত্বে সংযুক্তকরণ ও রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার রূপ

নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান যেসব ভাষিক উপাদান কাজ করে যেগুলোর মধ্যে সাধিত (derivation), সংযুক্তকরণ (compounding) এবং রূপান্তর (conversion)

উল্লেখযোগ্য। ভাষায় সম্প্রসারণ বলতে বোঝায় আদি বা অন্ত প্রত্যয়ের সমন্বয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি। মুল শব্দের সামনে আদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি করে। আদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অনেক সময় শব্দের নেতিবাচক অর্থের প্রকাশ করে। বাংলায়ও প্রচুর মূল শব্দ আছে, 'নৈতিক, বিচার, খাদ্য, গ্রাহ্য' যা 'অ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়ে নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করে— 'অনৈতিক, অবিচার, অখাদ্য, অগ্রাহ্য' প্রভৃতি। ভাষিক উপাদান হিসেবে অন্ত প্রত্যয় মূল শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দের সূচনা করে। অনেক সময় বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের সাথে অন্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন বিশেষ্য শব্দ তৈরি করে। যেমন 'ইনি, -ইতা' অন্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবাচক শব্দ 'আদরিণী, অর্পিতা' প্রভৃতি গঠিত হয়েছে। '-ই, -ইকা, -ইনি' অন্ত প্রত্যয় যুক্ত করে পুরুষবাচক শব্দ থেকে স্ত্রীবাচক 'পাচিকা, নায়িকা, বাসিনী, বাঘিনী, হরিণী' শব্দের রূপান্তর ঘটে। আবার কিছু অন্ত প্রত্যয় আছে যেগুলো দেশের নামের সাথে যুক্ত করলে জাতি বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা মূল শব্দের সাথে এক্ষেত্রে '-ই'/ '-ইয়' অন্ত প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয় বাঙালি, জাপানি, ভারতীয় ইউরোপীয় প্রভৃতি। বিশেষণবাচক শব্দের সাথে অন্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াবাচক নতুন শব্দের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, '-ত্ব, -ময়', অন্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে, 'আনন্দময়, পুরুষত্ব' প্রভৃতি শব্দ। অর্থগ্রাফিক, ধ্বনিগত, রূপতাত্ত্বিক এবং অর্থগত রূপের আলোকে শব্দ গঠনের জন্যে সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা যায়:

২.৫.১ সংযুক্তকরণের অর্থগ্রাফিক ভাষিক রূপ

অর্থগ্রাফিক ভাষিক রূপের দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত ভাষিক উপাদান হলো শব্দ। এতে আরও কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হতে পারে (Carter, 2012; p. 17-57)। যেমন- 'হাইফেন (-)' এবং 'অ্যাপোস্ট্রফি (')', যথা সাধারণত বিপরিতধর্মী শব্দের উপস্থাপনায় 'হাইফেন (-)' জাতীয় ভাষিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। 'এপাশ–ওপাশ', 'এপিঠ-ওপিঠ' প্রভৃতি।

২.৫.২ সংযুক্তকরণে ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষিক রূপ

ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দ্বিত্বশব্দের (reduplicative) ব্যবহারে শব্দের সংযুক্তি লক্ষ্যীয়— "the repetition of the base of a word in part or in its entirety"। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শনশন, টিপটিপ, টপটপ, বকবক, বনবন প্রভৃতি শব্দ। বাউরের মতে (1983) ভাষায় দুই ধরনের দ্বিত্বতার প্রয়োগ দেখা যায়।

একটি ছন্দ (rhyme) প্রভাবিত— 'চনমন, আনচান' এবং আরেকটি অপশ্রুতি (ablaut) প্রভাবিত— কানাকানি, ডাকাডাকি, দামাদামি, রাগারাগি, চোখাচোখি প্রভৃতি।

২.৫.৩ সংযুক্তকরণে রূপতাত্ত্বিক ভাষিক রূপ

মার্চান্দের (1969) মতে শব্দ গঠনের সংযুক্তকরণ বা যৌগিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিভেদ দেখা যায়। যৌগিক শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া উদাহরণসহ দেখানো হলো: বিশেষ্য + বিশেষ্য (noun + noun): দুটি মূলশব্দ যুক্ত হয়ে যৌগিক শব্দ গঠন খুবই সাধারণ বিষয়— জামাকাপড়, ঘরবাড়ি, পানিচিনি,বৌভাত, পকেটমার, আকাশপাতাল প্রভৃতি। ভার্বাল বা ক্রিয়া প্রভাবিত বিশেষ্য + বিশেষ্য (verbal noun + noun) যুক্ত হয়ে বসার স্থান, দাঁড়াবার লাইন প্রভৃতি। বিশেষ্য + ক্রিয়া প্রভাবিত বিশেষ্য (noun + verbal noun) যুক্ত হয়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত; বিশেষণ + বিশেষ্য (adjective + noun) যুক্ত হয়ে মাকালফল, ব্ল্যাকবোর্ড; বিশেষ্য এবং ক্রিয়া (noun + verb) যুক্ত হয়ে 'পকেটমার, ছিনতাইকারী; ক্রিয়া + ক্রিয়া (verb + verb) যোগে শব্দ গঠনে 'নাওয়া-খাওয়া, আসা-যাওয়া, ওঠা-বসা; অব্যয় + বিশেষ্য (preposition + noun) যোগে উপহার; উপসংহার, বিশেষণ + বিশেষণ (adjective + adjective) যুক্ত হয়ে সাদাকালো, কাঁচাপাকা; বিশেষ্য + বিশেষণ (noun + adjective) যুক্ত হয়ে ডিউটি ফ্রি, বস্তাপচা প্রভৃতি শব্দ গঠন করে থাকে।

২.৬ শব্দগঠনে সন্ধিকরণ

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সন্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ভাষিক প্রক্রিয়া। দুটো শব্দ এক সাথে মিলে নতুন শব্দের সৃষ্টি হলে তাকে সন্ধি (sandhi) বলা হয়। এতে শব্দটিও সংক্ষিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত দুটি মূল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়— '(সিংহ + আসন) সিংহাসন, (বিদ্যা + আলয়) বিদ্যালয়, (সপ্ত + ঋষি) সপ্তর্ষি প্রভৃতি। আবার (গো + এষণা) গবেষণা, (গৈ + অক) গায়ক— এ জাতীয় ভাষিক উপাদানে একটি মূল শব্দ বা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ মিলেও নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়।

২.৭ পদ প্রভাবিত শব্দরূপ

ভাষায় ব্যবহৃত পদগুলো (parts of speech) বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি খুবই স্বাভাবিকভাবে একে অপরের সাথে মিলে বা যুক্ত হয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি করে বা মূল শব্দের অর্থকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে। অনেক সময় এক পদ অন্য পদে রূপান্তরিত

হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে রূপান্তর সুন্দর সৌন্দর্য, উদার – উদারতা, ক্রিয়া শব্দ শোয়া, খাওয়া থেকে বিশেষ্যে রূপান্তর শয়ন, ভোজন প্রভৃতি। অনেক সময় বিশেষ্য বর্ণনামূলক বিশেষণ (descriptive adjectives) রূপে কাজ করে। মেয়েবন্ধু, গানের পাখি প্রভৃতি। সংখ্যাবাচক শব্দও অনেক সময় বিশেষণ রূপে কাজ করে— দুটি বই, চৌরাস্তা, একমত প্রভৃতি। বিশেষ্য শব্দ ভোজন, শয়ন থেকে ক্রিয়ায় রূপান্তর, শোয়া, খাওয়া প্রভৃতি।

২.৮ সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দের ভিন্নরূপ উপস্থাপন

(ক) অনেক সময় ব্যাকরণগত বিভিন্ন পর্যায়কে কেন্দ্র করে একই শব্দের বেশকিছু রূপ দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রিয়ার কাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাওয়া, খাচ্ছে, খাচ্ছিল, খাবে বা পরিমাপগত শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম প্রভৃতি। আরও কিছু শব্দ আছে গঠনগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও সেগুলোতে অর্থের তারতম্য দেখা যায়। বাংলা মূল শব্দ 'কর্ম' আগে যুক্ত হয়ে কর্মকর্তা, কর্মকাণ্ড, কর্মকার, কর্মকারক প্রভৃতি শব্দ তৈরি করা যায়।

(খ) কিছু শব্দ আছে, যেগুলো দুটি স্বাধীন শব্দ নিয়ে গড়ে ওঠে, কিন্তু শব্দ দুটি একটি অর্থকে নির্দেশ করে থাকে (Carter, 2012; p. 17-57) — স্কুলশিক্ষক, বাস ড্রাইভার, কর্মক্ষেত্র, কর্মজীবন' ইত্যাদি। আরও কিছু শব্দ আছে যেগুলোর প্রয়োগে বাক্যিক উপাদানগুলোর অর্থ সংযোজন, বিয়োজন হতে সমর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় কিন্তু, অথবা প্রভৃতি শব্দগুলোকে।

(গ) অনেক সময় দুটি মূলশব্দ একসাথে উচ্চারিত হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরির পাশাপাশি নতুন একটি অর্থও প্রকাশ করে— ইউরোপ + এশিয়া মিলে ইউরেশিয়া প্রভৃতি শব্দ।

(ঘ) বড় একটি শব্দকে অনেক সময় এর সামনের কিছু অংশ বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়— এয়ারপ্লেন থেকে প্লেন, টেলিফোন থেকে ফোন, পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রেক্ষিত ইত্যাদি।

(ঙ) কোনো সংগঠন বা বিষয়ের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়েও একটি শব্দ হিসবে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়— ইউনেস্কো/UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), এমপি/MP (Member of the Parliament), কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) প্রভৃতি।

(চ) বাংলায় দুটি স্বাধীন শব্দ মিলে তৃতীয় একটি শব্দ গঠন করে রূপক অর্থের ধারণা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পদ্ম এবং লোচন দুটি শব্দ মিলে পদ্মলোচন অর্থাৎ যার চোখ পদ্মের মতো; দুধের মাছি শব্দে শুধু দুধ বা মাছি অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয় নি, একত্রে এটি সুসময়ের বন্ধুকে নির্দেশ করে।

২.৯ বিদেশি ভাষা প্রভাবিত শব্দরূপ

(ক) পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাই কাল পরিক্রমায় অন্য ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এতে ভাষায় প্রচুর নতুন শব্দের আমদানি যেমন হয়েছে, তেমনই ভিন্ন সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন শব্দেরও জন্ম হয়েছে। কোনো ভাষার অভিধানে এ জাতীয় শব্দগুলো পরিভাষা (term) হিসেবে স্থান পায়। বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রচুর পরিভাষা দৃশ্যমান। বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত। এছাড়াও বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে প্রচুর ফারসি, আরবি, পর্তুগিজ, চিনা শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— ইংরেজি শব্দ টাইম (time), টাইপ (type), টাইফুন (typhoon), নীলডাউন (neeldown), এডভোকেট (advocate); ফার্সি শব্দ নামায (نماز), পর্তুগিজ শব্দ আনারস (ananás) প্রভৃতি। অনেক সময় মূল শব্দ থেকে উচ্চারণে পার্থক্যও দেখা যায় যেমন ইংরেজি ভাষার শব্দ অ্যাপল (apple) বাংলা ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে 'আপেল' হিসেবে।

(খ) কিছু বিদেশি শব্দের স্থান শব্দভাণ্ডারে রয়েছে যেগুলো স্বীয় দেশের সমাজ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন শব্দ রূপে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে রাও (1954) মনে করেন, ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বহু প্রান্তে তাদের ঔপনিবেশিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে যেসব স্থানে গেছে সেসব স্থানের বহু ভাষায় ইংরেজি শব্দ ঋণকৃত হয়ে সেসব দেশের শব্দভাণ্ডারে জায়গা করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— টেলিফোন (telephone) দূরালাপনী, মোবাইল (mobile) মুঠোফোন, এফিক্স (affix) প্রত্যয় প্রভৃতি।

(গ) বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারীর মুখে বর্তমানে প্রচলতি আছে কিছু সাধারণ শব্দ। যেমন— ওলা (hola), চাও (chao), কম্পিউটার (computer), ল্যাপটপ (laptop), ইন্টারনেট (internet), ভ্লগ (vlog), ইউটিউবার (youtuber), অ্যাপ (app) প্রভৃতি।

২.১০ সংস্কৃতি প্রভাবিত শব্দরূপ

(ক) সমাজে প্রচলিত বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচনও (Idioms and phrases) ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশভেদে ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা

যায়, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, বেল পাকলে কাকের কী, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, দশের লাঠি একের বোঝা, বোবার শত্রু নাই প্রভৃতি।

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাবিত হয়েও ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রচুর শব্দ যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন— ভারতীয় উপমহাদেশের এ অঞ্চলগুলোতে 'বৃষ্টি' ধারণাটি প্রাকৃতিক পরিবেশ আবহাওয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে খুবই পরিচিত একটি বিষয়। তাই এ সংক্রান্ত বহু সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে দেখতে পাওয়া যায়– বৃষ্টি, বর্ষা, বর্ষণ, বারিধারা প্রভৃতি।

(গ) তেমনই প্রতি শব্দভাণ্ডারেই এমন কিছু শব্দ যুক্ত হয়, যা ট্যাবু (taboo) হিসেবে পরিচিত। এ শব্দগুলো সাধারণত সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে যেমন– গ্রামবাংলা অঞ্চলে প্রচলিত, বাড়িতে যদি চাল বা অন্ন কম থাকতো তবে তা বোঝাতে বলা হতো চাল বাড়ন্ত; রাতের বেলায় সাপ শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো দড়ি বা রশি শব্দটি।

একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোন ধরনের শব্দ স্থান পাবে এবং সেক্ষেত্রে শব্দটির গঠনগত কাঠামো, ব্যাকরণিক নিয়ম, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক কীরূপ প্রভাব লক্ষ করা যায়– এ সম্পর্কিত সকল ভাষিক উপাদান অভিধানতত্ত্বের শব্দরূপের আলোচনার অন্তর্গত বিষয়।

উপসংহার

ভাষায় শব্দের বৈচিত্র্য প্রকাশের ব্যাপকতা নিয়ে মেলউক বলেন, 'Not only every language but every lexeme of a language is an entire world in itself.' (1981, p. 570)। অর্থাৎ শব্দের রূপ এবং এর গঠন ও অর্থ বৈচিত্র্যময়। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো শুধু গঠনগত বৈচিত্র্যেই নয়, অর্থগত রূপেরও রয়েছে ভিন্নতা। শব্দের গঠনের ক্ষেত্রে একই ভাষিক উপাদানের সাথে আরেকটি উপাদান যুক্ত হয়ে বা সম্প্রসারিত হয়ে বা রূপান্তরিত হয়ে নতুন নতুন শব্দ যেমন গঠিত হয়, তেমনই শুধুমাত্র শব্দের অর্থের সাদৃশ্যের কারণে শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসগত রূপও দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভাবও কাজ করে। অর্থাৎ অভিধানে একটি ভাষার সামগ্রিক স্বীকৃত ভাষিক রূপ স্থান পায়।

গ্রন্থপঞ্জি

চৌধুরী, জামিল (২০১৮) । *আধুনিক বাংলা অভিধান (সম্পাদিত)*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (২০১১)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

Anderson, Stephen R. (2016). *The Role of Morphology in Transformational Grammar*. Oxford: Oxford University Press.

Bejan, N. and Elena Asandei (1981). *Contemporary English Language: Syntax and Lexicology.* Galaţi: Editura Universităţii din Galaţi.

Bloomfield, Leonard (1933) *Language* (London: Allen & Unwin).

Carter, Ronald (2012). *Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives*. Routledge, 711 Third Avenue, New York, NY 10017.

Halliday, M. A. K. and Yallop, Colin (2007). *Lexicology: A Short Introduction*. Cromwell Press, Trowbridge, Wiltshire

Haspelmath, Martin (2011). *The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and syntax*. Folia Linguistica.

Jackson, H. and Etienne Zé Amvela (2007) Words, *Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology*, 2nd edition. London: Continuum.

Katamba, F. (2005) *English Word: Structure, History*, Usage, 2nd edition. London and New York: Routledge.

McArthur, T. (1992). *Models of English. In English Today*, (no. 32, pp. 12-21).

Mel'c̆uk, I. (1981) '*Meaning-text models: A recent trend in Soviet linguistics', Annual Review of Anthropology*, (vol. 10, pp. 27-62).

Prasad, Tarani (2019). *A Course in Linguistics*, third edition. PHI Learning Pvt. Ltd.

Punga, Loredana (2007). *Words about words. An introduction to English lexicology*. Web: Academia.

Rao, S. G. (1954). *Indian Words in English*. Oxford: Clarendon Press.

Tătaru, Cristina (2002). *An Outline of English Lexicology. Word Formation Cluj-Napoca*: Limes.